বুশের মধ্যপ্রাচ্য নীতি

লিখেছেন **হাসান মূর্তাজা**

বলা হয়, হোয়াইট হাউজের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক কোনো নীতি নেই। কিন্তু বিশ্লেষকরা বলেন, এক্ষেত্রে নীতি না থাকাটাই সবচেয়ে বড় নীতি। অবশেষে প্যালেস্টাইন-ইসরায়েল সমস্যা নিরসনের রূপরেখা সংবলিত সুনির্দিষ্ট ঘোষণা এসেছে। ঘোষণা এসেছে এতকাল মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে চূড়ান্ত নিরাসক্ত বুশ প্রশাসনের তরফে। ২৫ জুন হোয়াইট হাউজের রোজ গার্ডেন লনে দাঁড়িয়ে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ জুনিয়র যে নীতিনির্ধারণী ভাষণ দিলেন তাতে শব্দ আছে ১৮৬৭টি। যার ১ হাজারেরও বেশি শব্দ ব্যয় হয়েছে প্যালেস্টাইন ও এর নেতৃত্বের সমালোচনা এবং কর্তব্যকর্ম নির্ধারণে। অন্যদিকে ইসরায়েলের কি করা উচিত এজন্য বুশ খরচ করেছেন ১৩৭টি শব্দ।

ভাষণটি জর্জ বুশের না হয়ে অন্য কারও হলে সমস্যা ছিল না। মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ার জীয়নকাঠি যেহেতু ওয়াশিংটনের হাতে, নীতিনির্ধারণী এই ঘোষণাকে আমলে না নেয়া ছাড়া উপায় নেই। আগামী দিনগুলোতে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন ভূমিকা আবর্তিত হবে উক্ত ভাষণে দেয়া রূপরেখা অনুসারে। তাই বিশেষজ্ঞরা ভাষণটির চুলচেরা বিশ্লেষণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। নাতিদীর্ঘ ভাষণটিতে কয়েকটি বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। প্রথমত, প্যালেস্টাইনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আমূল সংস্কার। দ্বিতীয়ত, ইসরায়েলিদের প্রতি সমব্যথিতা ও মৃদু সমালোচনা। তৃতীয়ত, ভবিষ্যৎ প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠনের রূপরেখা। ভাষণটির সামগ্রিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, তাতে কেবল ইসরায়েলের সার্বিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতাকেই প্রতিপাদ্য ধরা হয়েছে।

প্যালেস্টাইনের নেতৃত্ব পরিবর্তন ও সংস্কার কেবলই ইসরায়েলের স্বার্থ রক্ষার্থে। নিরপেক্ষ বিশ্লেষকরা প্রেসিডেন্ট বুশের ভাষণে এতটাই হতবাক হয়েছেন, তারা একে ইসরায়েলের প্রচার মাধ্যমের 'হ্যান্ডআউট' আখ্যা দিয়েছেন। ইংল্যান্ডের প্রভাবশালী 'দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট' পত্রিকার কলামিস্ট বরার্ট ফিস্ক তো প্রশ্নই রেখেছেন, মি বুশ কেন অ্যারিয়েল শ্যারনকে হোয়াইট হাউসের প্রেস ব্যুরোর দায়িত্ব দিচ্ছেন না। এতে করে ইসরায়েলের বক্তব্য সরাসরি জানা যেত। মাঝখান থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইসরায়েলি বক্তব্য তোতা পাখির মতো আউড়ে যাওয়ার অপবাদ থেকে বাঁচতেন।

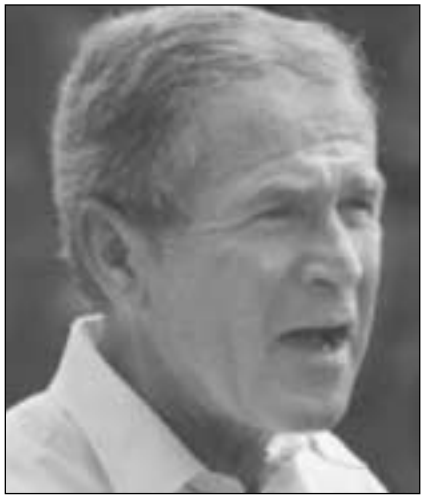

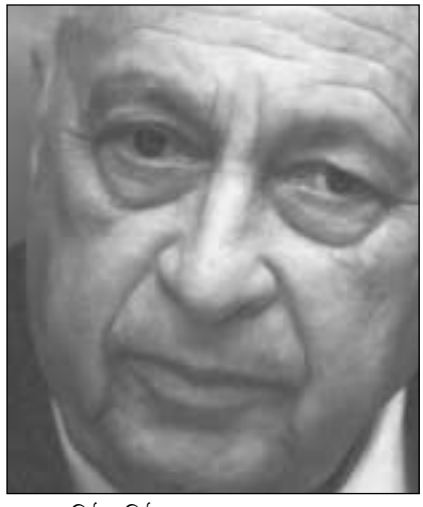

বুশ-শ্যারন : একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ

প্রেসিডেন্ট বুশের নীতিনির্ধারণী ভাষণটি সত্যিই নিদারুণ হতাশাব্যঞ্জক। ভাষণের সবচেয়ে আগ্রাসী দিকটি হচ্ছে, প্যালেস্টাইনের বর্তমান নেতৃত্ব বদলে ফেলার আহ্বান। যদিও বুশ নির্দিষ্ট কারও নাম উল্লেখ করেননি, বুঝে নিতে কষ্ট হয় না তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাতের দিকেই আঙুল তুলেছেন। মার্কিন উদ্যোগে স্বাধীন সার্বভৌম প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠনের পূর্বশর্ত হিসেবে আরাফাতকে নেতৃত্ব থেকে সরানোর বিষয়টি পুরো রূপরেখার বাস্তবায়নকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। প্রেসিডেন্ট বুশ তার ভাষণে বারবার প্যালেস্টাইনি সংস্কারের কথাই বলেছেন। তার মতে, এই সংস্কারকে হতে হবে গণতন্ত্র, বাজার অর্থনীতি এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কার্যক্রমের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ নতুন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। আরাফাতকে সরিয়ে দিয়ে প্যালেস্টাইনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও রাজনৈতিক সংস্কার সাধন কতটুকু সম্ভব বুশ তা এড়িয়ে গেছেন। উপরন্তু ক্রমাগত ইসরায়েলি আগ্রাসন, নির্বিচার হত্যা ও আরাফাতকে দীর্ঘ সময় ধরে গৃহবন্দি করে রাখার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র কতটুকু বিকশিত হতে পারে তাও পরিষ্কার নয়। আরাফাত ফিলিস্তিনিদের অবিসংবাদিত নেতা। তিনি নির্বাচিতও বটে। কিন্তু বুশ একদিকে যেমন গণতন্ত্রায়নের কথা বলছেন, অন্যদিকে আরাফাতকে নির্বাচিত না করার নির্দেশ দিয়ে স্ববিরোধিতাই করেছেন। এছাড়া প্রেসিডেন্ট বুশ তার ভাষণে বলেছেন, প্যালেস্টাইনের নির্বাচিত আইন পরিষদের কোনো কর্তৃত্ব নেই এবং ক্ষমতা কিছু নগণ্য ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছে। তিনি দাবি করেছেন, প্যালেস্টাইনি পার্লামেন্টের সর্বময় কর্তৃত্ব। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। মূলত যুক্তরাষ্ট্রেরই মধ্যস্থতায় সম্পাদিত অসলো চুক্তি প্যালেস্টাইনি আইন পরিষদের সর্বময় কর্তৃত্বকে খর্ব করেছে। ইসরায়েলি সেনা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে প্যালেস্টাইনি আইনসভার পাস করা যে কোনো আইনকে অকেজো করে দেয়ার। এছাড়া প্যালেস্টাইনের জনগণ কার্যকর আইনের শাসন ও নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত বলে যে অভিযোগ বুশ করেছেন, তার দায়ভার একাধারে ওয়াশিংটনেরও। ১৯৯৪ সালে জেরিকো সফররত তৎকালীন ভাইস-প্রেসিডেন্ট আল গোরের আশীর্বাদেই গঠিত হয়েছিল 'স্টেট সিকিউরিটি কোর্টে'র মতো কুখ্যাত মানবাধিকার লংঘনকারী আদালত। এছাড়া প্যালেস্টাইনি নিরাপত্তা বাহিনীও সাধারণ মানুষের মানবাধিকার লংঘন করছে। যাদের প্রশিক্ষণ এবং তত্ত্বাবধান করছে সিআইএ। অন্যদিকে বুশ তার ভাষণে ইসরায়েলের প্রতি দারুণ নমনীয়তা দেখিয়েছেন। এতটাই

নমনীয় যে পক্ষপাতদুষ্ট মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির নগ্ন উপস্থাপন ছাড়া আর কিছু নয়।

বুশ দখলিকৃত এলাকা থেকে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহারের কথা বললেও শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ যদি প্যালেস্টাইনি নেতৃত্ব পরিবর্তন হয় তবেই। তিনি ২০০০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের আগের অবস্থানে ফিরে যাওয়ার জন্য ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর প্রতি আহ্বান জানালেও কোনো সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণের উল্লেখ করেননি। এমনকি প্যালেস্টাইন কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রিত সবগুলো এলাকা দখল করে নেয়ার যে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত শ্যারন মন্ত্রিসভা গ্রহণ করেছে, বুশ তারও সমালোচনা করেননি। বরং তার ভাষণে ইসরায়েলিদের প্রতি সহানুভূতি ও সেনাবাহিনীর কৃতকর্মের সাফাই গেয়েছেন।

কিছুদিন আগে প্রেসিডেন্ট বুশ একটি স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠনে তার সমর্থনের কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু আলোচ্য ঘোষণায় এ বিষয়ে জোরালো কোনো বক্তব্য বা নির্দেশনা পাওয়া যায়নি। বুশ প্যালেস্টাইনিদের কাছে অনেকগুলো দাবি করেছেন। কিন্তু দাবির বিনিময়ে তারা কি পাবে? বুশের কথামত একটি 'শর্তসাপেক্ষ (Provisional) রাষ্ট্র'। বুশ বলেছেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের সৃষ্টিকে সমর্থন করবে যার সীমানা এবং সার্বভৌমত্বের কিছু দিক হবে শর্তসাপেক্ষ, যতক্ষণ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে একটি চূড়ান্ত সমঝোতার মাধ্যমে এর সমাধান না হয়। অর্থাৎ স্বাধীনতার কোনো কথা বুশ বলেননি। বিশ্লেষকরা বলছেন, এধরনের অন্তর্বর্তীকালীন স্বাধীনতা অথবা আংশিক সার্বভৌমত্ব হচ্ছে শুভঙ্করের ফাঁকি। এ দুটো হয় পূর্ণভাবে অনুধাবন করতে হয় অথবা তা মূল্যহীন। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার যে প্রেসক্রিপশন বুশ দিয়েছেন এক্ষেত্রেও তার স্ববিরোধিতা প্রকট। বুশ দাবি করেছেন ব্যাপক সংস্কার। কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ছাড়াই একটি জাতি কিভাবে সংস্কার সাধনে সক্ষম হবে? প্যালেস্টাইনিদের সামনে মুলো ঝুলিয়ে রাখার অর্থ অশান্তিকেই চিরস্থায়ী করা। প্রেসিডেন্ট বুশ তার মধ্যপ্রাচ্য পলিসি ঘোষণা করতে গিয়ে স্বীকার করেছেন ১৯৬৭ সালে পশ্চিম তীর ও গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন শুরু হয়। কিন্তু '৬৭ পূর্ব সীমানা বরাবর একটি স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে তিনি কিছু বলেননি। এছাড়া গত মার্চে ২২ সদস্যের আরব লীগ সম্মেলনে গৃহীত সৌদি পরিকল্পনার ব্যাপারেও বুশ নিশ্চুপ থেকেছেন। সবচেয়ে বড় কথা, প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের স্বীকৃতির ব্যাপারে তিনি কোনো সময় বেঁধে দেননি। এতে নিশ্চিতরূপে প্যালেস্টাইনি ও আরব বিশ্বের আশাভঙ্গ হয়েছে। প্রেসিডেন্ট বুশের নীতিনির্ধারণী ভাষণটি নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক মহলে ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা ছিল। কিন্তু বুশের ঘোষিত মধ্যপ্রাচ্য নীতি মোটেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি তাদের। পশ্চিম তীর ও জেনিনে ইসরায়েলি গণহত্যার কোনো সমালোচনা বুশ করেননি। উল্টো সব দোষ প্যালেস্টাইনিদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তাদের কাছে দাবি করেছেন এমন কিছু, যা তাদের সাধ্যের বাইরে। আরাফাতের প্রতি অবজ্ঞা ও অনাস্থা প্রকাশ করে বুশ জানিয়ে দিলেন, তিনি আসলে শ্যারনের সঙ্গেই আছেন। স্ববিরোধিতায় পূর্ণ অদূরদর্শী রূপরেখা সংবলিত ভাষণটির জন্য প্রেসিডেন্ট বুশ তাই কেবল সমালোচিতই হতে পারেন, অন্য কিছু নয়।

বুশের ভাষণের সংক্ষিপ্তসার

দীর্ঘদিন ধরে মধ্যপ্রাচ্যের জনগণ মৃত্যু এবং ভীতির মধ্যে বসবাস করছেন। মানবতার খাতিরে অবস্থার পরিবর্তন হওয়া উচিত। ইসরায়েলি জনগণ সন্ত্রাসের মধ্যে বসবাস করবেন এটি যেমন মেনে নেয়া যায় না, প্যালেস্টাইনি জনগণও দারিদ্র্য ও দখলদারিত্বের মাঝে বাস করবেন, তাও সমর্থনযোগ্য নয়।

আমার স্বপ্ন দুটি রাষ্ট্রের, যারা শান্তি এবং নিরাপত্তার মাঝে পাশাপাশি বাস করবে। যতক্ষণ সবগুলো পক্ষই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করবে, ততক্ষণ শান্তি অর্জনের কোনো সহজ রাস্তা নেই।

শান্তির জন্য প্রয়োজন একটি নতুন এবং ভিন্ন প্যালেস্টাইনি নেতৃত্ব, যাতে একটি প্যালেস্টাইনি রাষ্ট্রের জন্ম হতে পারে। আমি প্যালেস্টাইনি জনগণকে আহ্বান জানাই নতুন নেতৃবৃন্দ নির্বাচনের জন্য, যে নেতৃবৃন্দ সন্ত্রাসের সঙ্গে আপোস করবে না। আমি তাদের আহ্বান জানাই সহনশীলতা ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার। প্যালেস্টাইনি জনগণ নতুন নেতৃত্ব, নতুন প্রতিষ্ঠান এবং তাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে নতুন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের সৃষ্টিকে সমর্থন করবে; যার সীমানা এবং সার্বভৌমত্বের কতিপয় দিক হবে শর্তসাপেক্ষ, যতক্ষণ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে একটি চূড়ান্ত সমাধানের অংশ হিসেবে এর নিষ্পত্তি না হয়।

সন্ত্রাস দিয়ে প্যালেস্টাইনি রাষ্ট্রের জন্ম হতে পারে না। এটি নির্মিত হতে পারে সংস্কারের মধ্য দিয়ে। বিদ্যমান ব্যবস্থাকে বজায় রাখার জন্য কোনো বাহ্যিক পরিবর্তন বা লোকদেখানো প্রচেষ্টা নয়, সংস্কার হতে হবে অনেক বেশি কিছু। সত্যিকারের সংস্কারের জন্য প্রয়োজন গণতন্ত্র, বাজার অর্থনীতি এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কার্যক্রমের ভিত্তিতে গড়া নতুন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

আজকে প্যালেস্টাইনি আইন পরিষদের কোনো কর্তৃত্ব নেই। ক্ষমতা গুটিকয়েকের হাতে কুক্ষিগত। সরকারি কর্তৃপক্ষের দুর্নীতির কারণে প্যালেস্টাইনিদের অর্থনীতিও দুর্দশাগ্রস্ত। আজকে প্যালেস্টাইনি কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাসের বিরোধিতা না করে বরং একে উৎসাহ যোগাচ্ছে। এটি অগ্রহনীয়। প্যালেস্টাইনি নেতৃবৃন্দের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তাদের অবকাঠামো ভেঙে না দেয়া পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র প্যালেস্টাইনের প্রতিষ্ঠাকে সমর্থন করবে না। গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক দেশগুলোকে সঙ্গে নিয়ে সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য যুক্তরাষ্ট্র অনুরোধ করছে।

গণতান্ত্রিক প্যালেস্টাইনের সাফল্যের পেছনে ইসরায়েলেরও বড় ভূমিকা আছে। চিরস্থায়ী দখলদায়িত্ব ইসরায়েলের আস্তিত্ব ও গণতন্ত্রকে হুমকির মুখে ফেলছে।

নিরাপত্তা বিষয়ে আমরা অগ্রগতি লাভ করলে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর প্রয়োজন অবস্থান থেকে পুরোপুরি প্রত্যাহার করে ২০০০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের আগের অবস্থানে ফিরে যাওয়া। চূড়ান্তভাবে ইসরায়েলি ও প্যালেস্টাইনিদের উচিত যে বিষয়গুলো তাদের বিভক্ত করেছে তার সমাধান করা। এর মানে, ১৯৬৭ সালে যে ইসরায়েলি দখলদারিত্ব শুরু হয়েছিল, উভয়পক্ষের সমঝোতার ভিত্তিতে একটি মীমাংসার মাধ্যমে তার নিষ্পত্তি। যার ভিত্তি হবে জাতিসংঘ সনদের ২৪২ ও ৩৩৮ ধারা। একই সঙ্গে সীমানা নিশ্চিত ও মেনে নেয়ার জন্য ইসরায়েলি বাহিনী প্রত্যাহার। নতুন প্যালেস্টাইনি প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং নতুন নেতৃত্বের অভ্যুদয়ের পর নিরাপত্তা ও সংস্কার ক্ষেত্রে তারা সত্যিকার সাফল্য দেখালে আমি আশা করব ইসরায়েল একটি চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা চুক্তির প্রতি সাড়া দেবে এবং কাজ করবে।

আমাদের সবার সার্বিক প্রচেষ্টার ফলে আগামী তিন বছরের মধ্যে একটি চুক্তিতে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে। আমি ও আমার দেশ সেই লক্ষ্যে কার্যকরভাবে নেতৃত্ব দেব।

বাইবেলে বর্ণিত আছে, 'তোমাদের সামনে আমি জীবন ও মৃত্যু রেখেছি... অতএব জীবনকে বেছে নাও...।' এই সংঘাতে জড়িত সবার সময় এসেছে শান্তি, আশা এবং জীবন বেছে নেয়ার।